আউশগ্রামের বিধায়কের বিরুদ্ধে এফআইআর তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: দলের বিধায়ক তথা জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে খুনের হুমকি দেওয়ায় এবার আউশগ্রামের বিধায়ক অভেদানন্দ থাণ্ডারের বিরুদ্ধে আউশগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন আউশগ্রাম ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি উজ্জ্বল পাল। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসায় জেলা জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে এবং আবাস যোজনা ও সড়ক যোজনায় কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বাংলার বঞ্চনার প্রতিবাদে গত ৫ নভেম্বর পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের গুসকরায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন হয়। সেই সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন আউশগ্রামের বিধায়ক অভেদানন্দ থাণ্ডার। সাংবাদিক সম্মেলনের সময়েই বিধায়ক ও আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল নেতা শেখ আব্দুল লালনের কথোপকথন ভাইরাল হয়।

ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে অভেদানন্দ থাণ্ডারকে বলতে শোনা যায়,‘ রবি আসুক তাতে আমার বয়ে গেল, রবি এলেও এখানে ভোট করে দিয়ে যাবে নাকি? আসবে না তো বটেই। ও আসবে না, অসিতও আসবে না। অসিত ফোন করেছিল। আর যদি আসে, প্রচার করে,তা হলে তরকারিতে লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে শালাকে মেরে দেব।’ যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ‘একিদন’ পত্রিকা। আর এই বিষয়ে অভেদানন্দ থাণ্ডারের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।

অন্যদিকে অভিযোগকারী উজ্জ্বল পালের দাবি, এই ঘটনায় গোটা আউশগ্রামের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। যে ভাবে একজন ঠিকাদারের সঙ্গে বিধায়ক অভেদানন্দ থাণ্ডার জেলা সভাপতিকে খুনের চক্রান্ত করেছেন, তাতে যে কোনও মুহূর্তে আউশগ্রামে সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই অবিলম্বে ওই বিধায়কের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি জানিয়ে দলের নির্দেশে তিনি এফআইআর দায়ের করেছেন। তাঁরা বিধায়কের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান।

অন্যদিকে, এই ঘটনায় সুর চড়িয়েছে বিজেপি। বিজেপির বোলপুর জেলা কমিটির সহ-সভাপতি সুশান্ত বিশ্বাস জানিয়েছেন, তাঁরাও ওই বিধায়কের কঠোর শাস্তি দাবি করছেন। তিনি যদি তাঁর দলেরই জেলা সভাপতিকে খুনের চক্রান্ত করতে পারেন, তা হলে সাধারণ মানুষ যখন তখন বিপদে পড়বে।

কাঁকসার রেলপাড়ে ৩ জনের দেহ উদ্ধারে ক্রমশই ঘনীভূত রহস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার রেলপাড়ে ৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ক্রমশই রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। শনিবার সকাল থেকেই গোটা এলাকা জুড়ে রয়েছে থমথমে পরিবেশ। শনিবার সকালে ঘটনাস্থলের পাশেই রাস্তার ধারে স্থানীয়রা দু’ জোড়া ব্যবহৃত হ্যান্ড গ্লাপস দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার কাঁকসার রেলপাড়ে সারদাপল্লি এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে ৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। যার মধ্যে রয়েছে ওই বাড়ির মেয়ে সিমরন বিশ্বকর্মা, তাঁর দিদিমা ও তাঁর আত্মীয় এক ভাই। জানা গিয়েছে, সিমরনের মা ও বাবা বড় মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ৩জনেই ছিলেন। একই বাড়ির বাউন্ডারির মধ্যে পাশেই থাকেন তাঁর কাকা-কাকিমা।

সিমরনের কাকিমা রিঙ্কি বিশ্বকর্মার দাবি, প্রায় ৩ বছর ধরে সিমরনের পরিবারের সঙ্গে তাঁদের কোনও কথা নেই। তিনি জানান, শুক্রবার সকাল ৮টা নাগাদ হেলমেট পরে এক যুবক বাড়ির ভিতর ঢোকেন। সিমরন তাঁর হাত ধরে ঘরের ভিতরে নিয়ে যান। তারপরে তিনি আর কিছু দেখেননি। তবে বেলাবাড়ার পরে তিনি মৃতদেহ দেখতে পান। একই সঙ্গে প্রতিবেশীদের চিৎকার শুনে তিনি বাড়ির বাইরে বের হন।

শ্বাসরোধ করেই ৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে অনুমান করছেন তদন্তকারী দলের আধিকারিকরা। শনিবার সকাল থেকেই গোটা এলাকা জুড়ে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। এলাকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মোড়ের ও বেশ কিছু বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে পুলিশ। শনিবার কাঁকসা থানায় মৃত সিমরনের মাকে ডেকে পাঠানো হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ।

সিমরনের মা থানা থেকে বেরিয়ে জানান, তাঁর মেয়ের প্রায় ৩বছর আগে বিয়ে হয়। কিন্তু বর্তমানে সেই বিয়ে ভেঙে ডিভোর্সের কেস চলছে কোর্টে। তাঁর মেয়ের সঙ্গে অমন তেওয়ারি নামের ওই এলাকার এক যুবকের প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। অমন এই ঘটনা ঘটাতে পারে বলে সিমরনের মায়ের অনুমান। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সিমরনের প্রেমিক অমন তেওয়ারিকে কাঁকসা থানার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

৮০০ বছরের পুরনো পুজোর ভোগে বলির পাঁঠার মাংস

নজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আজ থেকে প্রায় ৮০০ বছর আগেকার ঘটনা। তখন হুগলি জেলার পাণ্ডুয়ার সিমলাগড়ের এলাকা চারিদিকে জঙ্গল ছিল, জনবসতি খুব কম ছিল। সেখানে তখন ভট্টাচার্য বাড়িতে মা কালীর পূজা হত। একদিন রাতে মা কালী ভট্টাচার্য পরিবারে স্বপ্নাদেশ দেন, ‘আমি এখানে আর থাকতে পারছি না, তোরা আমাকে শ্মশানে রেখে আয়।’ সেই স্বপ্নাদেশ পেয়ে ভট্টাচার্য পরিবারের সদস্যরা মা কালীকে শ্মশানে রেখে আসেন এবং সেখানে হোগলা তালপাতা দিয়ে একটি মন্দির মতো করে দেন।

আরও জানা গেল সেই সময় সিমলাগড় এলাকায় ডাকাতদের ঘাটি ছিল রঘু ডাকাত, বিশে ডাকাত সেখানে রাজ করত। তারপর থেকে ভট্টাচার্য পরিবারের লোকেরা সেই সময় শ্মশানে গিয়ে মায়ের পুজো দিতেন। সকালে বিকেলে তাঁরা ভয়ে ভয়ে কোনও রকম পুজো দিয়ে আসতেন ভট্টাচার্য পরিবারের এক সেবাইত রোজ পুজো দিতেন। সেই সময় ডাকাতরা নরবলি দিত বলে শোনা যায় । একদিন ভট্টাচার্য পরিবারের এক সদস্য টোল পণ্ডিত পুজো দিয়ে টোলে যেতেন, একদিন তিনি সকালে পুজো দিতে গিয়ে দেখেন, একটি মুণ্ডুকাটা মানুষ পড়ে আছেন। তিনি ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসেন এবং ফাঁকা মাঠ দিয়ে যাওয়ার সময় স্বয়ং মা কালী তাঁর সামনে এসে বলেন, ‘তুই আমার পুজো দিতে যা আজ থেকে এখানে নরবলি বন্ধ। মন্দিরে যারাই থাকুক কেউ তোদের ক্ষতি করতে পারবে না তোরা রোজ দু’বেলা পুজো দিবি।’ তারপর তিনি আবার মাঝ রাস্তা থেকে ফিরে শ্মশানের সেই অস্থায়ী মন্দিরে পুজো দেন।

ভট্টাচার্য পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মায়ের পুজো চলছে। এক সময় এখানে উত্তমকুমার, সত্যজিৎ রায়, সন্ধ্যা রায় এখানে এসে পুজো দিতেন ও অনেক অনেক নেতা মন্ত্রী, খেলোয়ার, চিত্র তারকারা পুজো দিতে আসতেন। যাঁরা নতুন গাড়ি কেনেন বাইরের রাজ্য থেকে এখানে সেই নতুন গাড়ি নিয়ে মায়ের কাছে পুজো দিয়ে যান মাকে আর ১০৮ রকমের ব্যঞ্জন সহ ভোগ দেওয়া হয়। ৬০-৭০ টি পাঠা বলি হয়। পুকুর থেকে রুই, কাতলা মাছ ধরে মায়ের ভোগ দেওয়া হয়। পাঠা বলির মাংস রান্না করে মাকে দেওয়া হয়। কালীপুজোর দিন ভোরবেলা থেকে পুজো দেওয়ার লাইন পড়ে।

কালীক্ষেত্র সোনামুখীর অন্যতম প্রাচীন পুজো হট্‌নগর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলার ‘কালীক্ষেত্র’ হিসেবে পরিচিত বাঁকুড়ার প্রাচীন পুরশহর সোনামুখী। অন্যতম হট্‌নগর কালী। সারা বছর এখানে নিত্যপুজো হলেও কার্তিকেয় অমাবস্যায় তিথি মেনে বিশেষ বাৎসরিক পুজো হয়।

সোনামুখীর অন্যান্য প্রাচীন পুজোগুলির মতো হট্‌নগর কালীকে নিয়েও অনেক লোককথা প্রচলিত আছে। সবচেয়ে জনপ্রিয় লোক কথা হল, সোনামুখীর তারিণী সূত্রধর নামে এক বৃদ্ধা প্রতিদিন জঙ্গল পথ পেরিয়ে পায়ে হেঁটে মাথায় ঝুড়িতে করে বড়জোড়ার নিরশা গ্রামে চিঁড়ে বিক্রি করতে যেতেন। সেই চিঁড়ে বিক্রি করে পাওয়া ধান নিয়ে তিনি আবারও পায়ে হেঁটেই সোনামুখী ফিরে আসতেন। প্রায় দিনই লালপাড় শাড়ি পরা একটি ছোট্ট শ্যামাঙ্গি মেয়ে তাঁর সঙ্গে সোনামুখী আসার জন্য বায়না করত। নিরুপায় তারিণী সূত্রধর তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে সম্মত হলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর ওই ছোট্ট মেয়েটি বলে, সে আর হাঁটতে পারছে না। তাকে কোলে নিতে। কিন্তু মাথায় আর কোলে ধানের ঝুড়ি আর বস্তা থাকায় বৃদ্ধা তার অসহায়তার কথা বললে, শ্যামাঙ্গি একরত্তি মেয়ে তার মাথার ঝুড়িতেই চাপার কথা বলে। নিরুপায় তারিণী সূত্রধর তাই করেন।

পরে তিনি বাড়ি ফিরে দেখেন, ওই মেয়ে তো নেই। তার বদলে রয়েছে দু’টি পাথর। ভয় পেয়ে তিনি সেই পাথর দু’টিকে তুলসীতলায় রেখে দেন। সেদিন রাত্রেই বৃদ্ধা তারিণী সূত্রধর স্বপ্নাদেশ পান, ‘আমার পুজোর ব্যবস্থা কর। পাড়ার আঁকড় গাছের নীচে আমাকে রেখে আয়। আমি মা কালী, তোর ভার বইতে যাতে কোনও কষ্ট না হয় তাই এই পাথর রূপে এসেছি।’ সেই সময় ছোঁয়াছুঁয়ি আর জাতপাতের ঘটনা এতটাই তীব্র ছিল পুরোহিত পুজো করতে অস্বীকার করেন। পরে তিনিও স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো করতে রাজি হন। স্বপ্নাদেশে স্থানীয় জমিদার গিন্নি কাদম্বরী দেবী মন্দির নির্মাণের জন্য একখণ্ড জমি ও পুজো পরিচালনার জন্য কিছু জমি দেন। তখন থেকেই এই পুজো এলাকার মানুষ পরিচালনা করছেন।

প্রাচীন সেই প্রথা মেনে আজও সূত্রধররাই কেবল ঘট আনার অধিকারী। এই ঘট সারা বছর মন্দিরে রেখে পুজো করা হয়। পরের বছর বাৎসরিক পুজোর সময় সেই ঘট বিসর্জন দিয়ে নতুন ঘট আনা হয়। হট্‌নগর কালীর নামকরণ নিয়ে এলাকায় দ্বিমতও রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ‘হট্‌ যোগে’ এক যোগী এখানেই সিদ্ধিলাভ করেন। তাই এমন নামকরণ। আবার কেউ কেউ বলেন, মা কালী হঠাৎ নগরে এসেছিলেন। তাই হট্‌ নগর কালী নামকরণ হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মা কালীর নির্দেশে যে আঁকড় গাছের নীচে পাথর দু’টি রাখা হয়েছিল সেই গাছ আজও আছে। আশ্চর্যের বিষয় সেই গাছে কোনও কাঁটা নেই। এমনকি গাছের আদি মূলের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। আর পাথর দু’টি আজও সেই আঁকড় গাছের নীচে রেখে পুজার্চনা করা হয়। তবে আশ্চর্যের বিষয় পাথর দু’টি ঋতুভেদে রং পরিবর্তন হয়। পুজো কমিটির সম্পাদক দেবমাল্য হালদার জানান, হট্‌নগর কালীর পুজো উপলক্ষে এলাকা উৎসবের চেহারা নেয়। হট্‌নগর কালীকে এখানে গ্রাম্য দেবী হিসেবেই পুজো করা হয়ে থাকে। নানান অনুষ্ঠানের পাশাপাশি প্রথা মেনে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আগের দিন এখানে কয়েক হাজার মানুষকে খিচুড়ি খাওয়ানো হয় বলেও তিনি জানান।

কৃষ্ণ-কালীর ভোগে ইলিশ, সুরে বাঁশি

বনস্পতি দে ● হরিপাল

শ্রীপতিপুরে কৃষ্ণরূপী কালীমূর্তি পুজো করা হয়। নেই পশুবলির কোনও প্রচলন। দেবীকে ভোগ হিসেবে দেওয়া হয় ইলিশ মাছ। দেবী তৃপ্ত হন বাঁশির সুরে।

বাংলা ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে বটকৃষ্ণ অধিকারী স্বপ্নাদেশ পেয়ে দেবীর পুজো শুরু করেছিলেন। কুলীন বৈষ্ণব বাড়ির সন্তান ছিলেন বটকৃষ্ণ। সংসারের প্রতি মন ছিল না তাঁর। এক সাধকের কাছে শ্মশানে গুরু দীক্ষা নিয়েছিলেন বটকৃষ্ণ। ছেলের সংসারে মন নেই বুঝতে পেরে তড়িঘড়ি বিয়ে দিয়ে দেন তাঁর মা-বাবা। কিন্তু গোপনে মা কালীর আরাধনা চালিয়ে যেতে থাকেন বটকৃষ্ণ। আজ থেকে ৭৩ বছর আগে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে পুজো শুরু করেন তিনি।

এখানকার মা কালী মূর্তির গায়ের রং সবুজ। বটকৃষ্ণবাবু চাষবাসের পাশাপাশি শ্মশানে গিয়ে বাঁশি বাজাতেন। পরে আস্তে আস্তে তিনি আধ্যাত্মিক জগতের দিকে পা বাড়াতে থাকেন। শুরু করেন শ্মশান সাধনা। পরে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে লোকচক্ষুর আড়ালে নিজের ঘরে ঘটে মা কালীর আরাধনা করতে শুরু করেন। পরে দেবীর স্বপ্নাদেশ পান ঘটপুজো বন্ধ করে মূর্তি পুজো করার। বৈষ্ণব হওয়ার কারণে মূর্তি পুজোয় ছিল পরিবারের তীব্র আপত্তি। ফের কৃষ্ণ ও কালীর সংমিশ্রণে তৈরি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজো করার জন্য স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন বটকৃষ্ণ। এরপরই ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে রটন্তী চতুর্দশীর দিন থেকে এই পুজোর শুরু। কৃষ্ণকালী রূপের দেবীকে প্রতিদিন শোনানো হয় বাঁশির সুরেলা শব্দ। বিশেষ বাম আচারে তন্ত্রমতে পুজো করা হয় দেবীর। পরিবারের বর্তমান সদস্য বলেন, ‘অধিকারী পরিবারের কাছে কৃষ্ণ ও কালী, দুইয়ে মিলে এক হয়ে গিয়েছে। আজ থেকে ৭৩ বছর আগে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বটকৃষ্ণ অধিকারী এই পুজোর প্রচলন করেন। দেবীর গলায় কণ্ঠির মালা রয়েছে, কপালে আঁকা বৈষ্ণব তিলক। পুজোতে কোনওরকম বলি হয় না। দেবীকে ইলিশ মাছ দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়।’

আসাম এনট্রেড লিমিটেড

CIN: U20219WB1985PLC096557
রেজিঃ অফিস: ১৬ তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩ ওয়েবসাইট: www.assamentrade.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

[এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৪৭(১)(বি) -এর পরিপ্রেক্ষিতে]

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত অর্ধ বর্ষ		সমাপ্ত বর্ষ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত অর্ধ বর্ষ		সমাপ্ত বর্ষ
		৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৪৬.১৮৫	১৯৫.৫৯	১৭১.০১	৩৪১.৭৮	২৭৬.৪৮	৬৩৬.৫২	১৪৬.৩১	১৯৫.৭২	১৭১.৩১	৩৪২.০৩	২৭৬.৯১	৬৩৭.১৯
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পূর্ব#)	৫২.২১৫	৫৫.৪০	৫৪.৬২	১০৭.৬২	৬৫.৪২	১১৮.৭৪	৫২.৩৪	৫৫.৩৭	৫৪.৮৯	১০৭.৭১	৬৫.৫৫	১১৮.৯০
৩	সময়কালের জন্য কর পূর্ব নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	৫২.২১৫	৫৫.৪০	৫৪.৬২	১০৭.৬২	৬৫.৪২	১১৮.৭৪	৫২.৩৪	৫৫.৩৭	৫৪.৮৯	১০৭.৭১	৬৫.৫৫	১১৮.৯০
৪	সময়কালের জন্য কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	৩৯.০২৭	(৪.৭৮)	৫০.৭০	৩৪.২৫	৫৮.৬৭	১৪৮.৭০	১৩.১৯	(৪.৮১)	৫০.৯৪	৮.৩৮	৫৮.৭৭	১৪৮.৮২
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]	৩৯.০২৭	(৪.৭৮)	৫০.৭০	৩৪.২৫	৫৮.৬৭	১৪৮.৭০	১৩.১৯	(৪.৮১)	৫০.৯৪	৮.৩৮	৫৮.৭৭	১৪৮.৮২
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৩.৯৮০	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)*	-	-	-	৫,৬৬৯.০৩	৫,৩৭৫.১১	৫,৬৩৩.৭৪	-	-	-	৫,৯৭৭.৮০	৫,৯৫৯.৯৬	৫,৯৪৩.৫৬
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল্যের মূল ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	২.৭১১	(০.৩৩)	৩.৫২	২.৩৮	৪.০৮	১০.৩২	২.৭৪	(০.৩৩)	৩.৫৩	২.৪১	৪.০৮	১০.৩৪
	মিশ্রিত ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	২.৭১১	(০.৩৩)	৩.৫২	২.৩৮	৪.০৮	১০.৩২	২.৭৪	(০.৩৩)	৩.৫৩	২.৪১	৪.০৮	১০.৩৪

* রিজার্ভের মধ্যে রয়েছে সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম যা উভয় বছরে ৬২২.৭০৫ লক্ষ টাকা।

দ্রষ্টব্য:

১ উপরোক্তটি হল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.assamentrade.com)-তে।

আসাম এনট্রেড লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/- (নিশান্ত গুপ্তা)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর DIN: 00326317

স্থান : কানপুর
তারিখ : ১১.১১.২০২৩

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড

CIN: L27120WB1947PLC015767
রেজিস্টার্ড অফিস: ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দঃ), কলকাতা-৭০০০৪৬
ইমেল: kkg@hul.net.in ফোন নং : ৪০৫৫-৬৮০০

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	২৪৪.০৪	-	৫৫৮.৩৬	-	-	-	২৪৪.০৪	-	৫৫৮.৩৬	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	৭৩৯.১৩	(২৫.৫৮)	২৯৭.০৭	৭১৩.৫৫	২১০.২৩	৪৯৮.৬৫	(৩৩.২০)	(২৫.৫৮)	(৮৯.১০)	(৫৮.৭৮)	(১৭৫.৯৪)	১১২.৪৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	৭৩৯.১৩	(২৫.৫৮)	২৯৭.০৭	৭১৩.৫৫	২১০.২৩	৩,২৪৫.০৬	১,৪১৯.২৮	১,২৩৩.৮৪	৮৬৬.৯৮	২,৬৫৩.১২	১,৭৩৬.৯৬	১০,৩৪৭.৭২
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	৭৩৯.১৩	(২৫.৫৮)	২৯৭.০৭	৭১৩.৫৫	২১০.২৩	৩,২৪৪.৯৩	১,৪১৯.২৮	১,২৩৩.৮৪	৮৬৬.৯৮	২,৬৫৩.১২	১,৭৩৬.৯৬	১০,৩৪৭.৫৯
মোট আনুপুঙ্খিক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) সম্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় করের পরে)	৭৪১.১০	(৫২.৪১)	২৯৬.৮৯	৭০৯.৬৯	২০৯.০৯	২,৭৬৬.১৪	১,২৪৩.৪৮	১,৪০৮.২৭	৪৬৯.৯৩	২,৬৭২.৫৬	৮৮৯.১৮	৯,৫৬৬.৮৩
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০
পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	১১,২১৩.৪৮	-	-	-	-	-	৪২,০০৭.২৪
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি ও অচলতি কার্যাদির জন্য)	১১.৯৩	(০.৭৫)	৪.৭৯	১১.৫২	৩.৩৯	৪৪.৬৭	২২.৯১	১৯.৫৮	১৪.০০	৪২.৮৩	২৮.০৪	১৫৯.৩২

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.hul.net.in)-তেও ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে ও জন্য
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০ নভেম্বর, ২০২৩

ঊমা এক্সপোর্টস লিমিটেড

CIN: L14109WB1988PLC043934
রেজিস্টার্ড অফিস : গঙ্গা যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট ২৮/১, শেক্সপীয়র সরণি, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৭
ওয়েবসাইট: www.umaexports.net.in; ইমেল: cs@umaexports.net.in; ফোন নং : ০৩৩ ২২৮১১৩৯৬ / ১৩৯৭

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০-০৯-২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৬-২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১-০৩-২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৬-২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১-০৩-২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	২৬,০৮৪.২৬	৩০,১৮৪.৭৩	৩২,১৪১.৫৪	৫৬,২৬৮.৯৭	৬৬,৫৮১.৮৯	১,৪৩,৪৩৩.৫১	২৮,৫৮৪.০৬	৩২,৩৬৯.৮৫	৩৩,৭৩৭.০২	৬০,৯৫৩.৯১	৬৯,০০৬.৮৮	১,৪৮,৮২৫.৭৬
২	ত্রৈমাসিক / বর্ষের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	২৮.০৮	৭৬.১৩	১,০৪৩.৭৫	১০৪.২১	১৫৪১.০৭	৩,৫৮৩.৬৩	৩৩.৬	৭৮.৯৫	১,০৭৩.২৭	১১২.৫৫	১৫৯৫.০৫	৩,৭১৫.৪০
৩	কর পূর্ব ত্রৈমাসিক / বর্ষের নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২৮.০৮	৭৬.১৩	১,০৪৩.৭৫	১০৪.২১	১৫৪১.০৭	৩,৫৮৩.৬৩	৩৩.৬	৭৮.৯৫	১,০৭৩.২৭	১১২.৫৫	১৫৯৫.০৫	৩,৭১৫.৪০
৪	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২৭.৬৩	৫৪.৪৫	৭৭০.১৯	৮২.০৮	১,১৪০.৯৩	২,৬৭০.৪৪	৩৩.১৫	৫৭.২৭	৭৯৯.৭১	৯০.৪২	১,১৯৪.৯১	২,৮০২.২১
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [(লাভ/ (ক্ষতি) সম্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	২৪.৬৪	৪৯.২২	৭৭২.৪০	৭৩.৮৬	১,১৪২.২৭	২,৬৮২.৯৫	৪৮.৭২	৪৯.৩৫	৮৫৫.৬৫	৯৮.০৭	১,২৭৯.০৯	২,৯১৮.৪৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮
৭	পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	১৩,৩২৩.৪১	-	-	-	-	-	১৪,৬০৪.৪৪
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কাজকর্মের জন্য) -												
	মৌলিক	০.০৮	০.১৬	২.২৮	০.২৪	৩.৩৭	৭.৯০	০.১০	০.১৭	২.৩৭	০.২৭	৩.৫৩	৮.২৯
	মিশ্রিত	০.০৮	০.১৬	২.২৮	০.২৪	৩.৩৭	৭.৯০	০.১০	০.১৭	২.৩৭	০.২৭	৩.৫৩	৮.২৯

দ্রষ্টব্য :

ক) উপরোক্তটি এসইবিআই (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এবং তালিকাভুক্ত সংস্থার ওয়েবসাইট যথা http://www.umaexports.net/ -তে।

খ) উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছিল এবং ১১ নভেম্বর, ২০২৩ -এ অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং রেকর্ডে নেওয়া হয়েছে।

গ) সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)) রেগুলেশনস ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে প্রয়োজনীয় সীমিত পর্যালোচনা কোম্পানির অডিটরগণ সম্পন্ন করেছে।

ডিরেক্টরস বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
রাকেশ খেমকা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00335016

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১ নভেম্বর, ২০২৩